কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 OCT 2016
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

‘মাস্তান শিক্ষক’

নিজস্ব প্রতিবেদক, হাওরাঞ্চল ▷

আড্ডাবাজি তাঁর প্রথম পছন্দ। বিদ্যালয়ে দেরি করে আসা তাঁর রেওয়াজ। নিয়মিত চলে ক্লাস ফাঁকিবাজি। ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ার জন্য চাপ প্রয়োগটাকে তিনি মনে করেন ‘অধিকার’। সমাপনী পরীক্ষার্থীদের মডেল টেস্টের প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে তাঁর প্রাইভেট ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। পরীক্ষার সময় তাঁর পছন্দের শিক্ষার্থীদের উত্তর বলে দেওয়াতে তাঁর রয়েছে উৎসাহ। এসব দুষ্কর্মের ‘নায়ক’ কবিরউদ্দিন সোহাগ। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর পৌর শহরের মালেকা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তিনি। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, কবিরউদ্দিন সোহাগ এত সব অনিয়ম চালিয়ে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগের নাম ভাঙিয়ে। তবে এসব অপকর্মকে ছাপিয়ে এবার তিনি ‘মাস্তান শিক্ষক’ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

মালেকা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. আবুল ফজলকে পিটিয়ে দুটি হাসপাতাল ঘুরিয়ে এনেছেন ‘মাস্তান শিক্ষক’ কবিরউদ্দিন সোহাগ। বেধড়ক কিলঘুষিতে আবুল ফজলের বাঁ চোখে রক্তক্ষরণ হয়েছে। চিকিৎসক বলেছেন, তাঁর পরোপুরি সুস্থ হতে তিন মাস সময় লাগবে। তবে ঘটনার এক সপ্তাহ পরও অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি শিক্ষা বিভাগ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান, কবিরউদ্দিন সোহাগের নানা অনিয়মের বিষয়ে প্রধান শিক্ষক আবুল ফজল বারবার সতর্ক করায় কবির তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। গত ১৮ অক্টোবর এসব নিয়ে বিদ্যালয়ে দুজনের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়। একপর্যায়ে কবির প্রধান শিক্ষককে কিলঘুষি মেরে আহত করেন। পরে তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।

কবির উদ্দিন সোহাগ

আবুল ফজল জানান, ঘটনার পরপরই কবিরের বন্ধুরা তাঁকে গালাগাল করে। কবিরসহ তারা তাঁকে জুতাপেটা করারও হুমকি দেয়। ১৯ অক্টোবর তিনি ঘটনার ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। এরপর শিক্ষা কর্মকর্তা অজ্ঞাত কারণে নিশ্চুপ ছিলেন। পরে ২৪ অক্টোবর তিনি কবিরকে কৈফিয়ত তলব করেন। এদিকে শিক্ষা অফিস ঘটনার বিচার নিয়ে গড়িমসি করায় আবুল ফজল গত মঙ্গলবার বাজিতপুর থানায় অভিযোগ করেন। কিন্তু পুলিশ মামলা না নিয়ে অভিযোগটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে। এসব কারণে বিচার পাবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন আবুল ফজল। মারধরের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

এর আগে শিক্ষক কবির কর্মরত ছিলেন ঘাগটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্থানীয়রা জানায়, সেখানেও তিনি নিয়মিত ক্লাস নিতেন না। এ নিয়ে অভিভাবকরা তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। কয়েকজন শিক্ষক জানান, কবিরের মধ্যে শিক্ষকসুলভ মনোভাব নেই।

অভিযুক্ত কবিরউদ্দিন সোহাগ নিজেকে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক পরিচয় দিয়ে বলেন, ‘প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে প্রায়ই আমার মতবিরোধ ও তর্কবিতর্ক হয়। তিনি আমার শার্টের কলার ধরে টান মারলে আমি আত্মরক্ষার্থে তাঁর হাত ধরে জোরে ধাক্কা দিই। তখন তাঁর নিজের হাতই তাঁর নাকে লাগে।’ কবির বলেন, তাঁর শরীরেও প্রধান শিক্ষকের নখের আঁচড় রয়েছে। ব্যক্তিগত ঈর্ষা থেকে প্রধান শিক্ষক মিথ্যা অভিযোগ করছেন। তিনি কোনো অনিয়ম করেন না বলেও দাবি করেন।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তফা কামাল জানান, বিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকেই কবির নানা প্রতারণা করছেন। তাঁকে মাস্তানের মতোই মনে হয়। প্রধান শিক্ষকের ওপর হাত তুলে তিনি গুরুতর অপরাধ করেছেন। তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম খান জানান, অভিযুক্ত শিক্ষককে শোকজ করা হয়েছে। জবাব পাওয়ার পর বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে চিঠি দেওয়া হবে। ঘটনার ছয় দিন পর শোকজের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, দাপ্তরিক কাজ ও ছুটি থাকায় দেরি হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, তিন দিনের মধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষককে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এর পরই তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।